MAR 21 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 2 ...

রাজেন্দ্র কলেজে তাণ্ডব

মাস্টার্স শেষ পর্বের চতুর্থ বিষয়ের পরীক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া এক নজিরবিহীন তাণ্ডব চালানো হইয়াছে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে। নকলে বাধা দেওয়ায় একজন পরীক্ষার্থী ছাত্রনেতার নেতৃত্বে উত্তেজিত ছাত্রদের উপর্যুপরি হামলায় ৫ জন শিক্ষক আহত হইয়াছেন। কলেজের ১০ লাখ টাকার সম্পদের ক্ষতি হইয়াছে। কলেজ ক্যাম্পাসের উত্তেজনা গোটা শহরে দাবানলের মতো ছড়াইয়া পড়ে। এই তাণ্ডবের পরিণামে রাজেন্দ্র কলেজের মাস্টার্স পরীক্ষা ভণ্ডুল হইয়া গিয়াছে। কলেজটির ৮০০ ছাত্র মাস্টার্স পরীক্ষা দিতে পারে নাই। সন্দেহ নাই, এই ন্যক্কারজনক ঘটনা সকলকে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ করিবে। যে ৮০০ ছাত্র মাস্টার্স পরীক্ষা দিতে পারিল না তাহাদের ভবিষ্যৎ কি– সেই প্রশ্নটিও স্বভাবতই সকলকে ভাবাইয়া তুলিবে। দেশের একটি সুপরিচিত ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট এই কেলেঙ্কারির মূল হোতা হইতেছে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থিত ছাত্রলীগের একজন নেতা। এই নজিরবিহীন কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটিয়াছে তাহারই নেতৃত্বে ও ইন্ধনে এবং তাহারই জন্য। ঘটনাক্রমে এই ধিকৃত ছাত্রটিই নাকি আবার উক্ত কলেজ ইউনিয়নের ভিপি। সে মাস্টার্স শেষ পর্বের 'পলিটিক্যাল সায়েন্স' বিষয়ের পরীক্ষা দিতেছিল। পরীক্ষা নাই, সে টুকলিফাই করিতেছিল। দায়িত্বরত শিক্ষক তাহাকে বাধা প্রদান করেন। ইহাতেই ঘটে বিপত্তি। একে তো কলেজের ভিপি তাহার উপর আবার সরকারি দলের আশীর্বাদপুষ্ট ছাত্র সংগঠনের নেতা। কাজেই আর সবকিছুর মতোই পরীক্ষা কেন্দ্রটিকেও সে 'মগের মুল্লুক' হিসাবেই বিবেচনা করে। তাহাকে নকল করিতে না দেওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হইয়া শিক্ষকদের উপর চড়াও হয়। কক্ষের অন্যান্য পরীক্ষার্থীর খাতা ছিঁড়িয়া ফেলে এবং পরীক্ষকের নিকট রক্ষিত লুজ শিট ও অন্যান্য কাগজপত্র ছিনাইয়া লইয়া যায়। অতঃপর সদলবলে সশস্ত্র মাস্তানদের লইয়া কেন্দ্রে হামলা চালাইয়া এক ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা ঘটায়। তাহার মতলব হাসিল হইয়াছে। অর্থাৎ রাজেন্দ্র কলেজের মাস্টার্স পরীক্ষা ভণ্ডুল হইয়া গিয়াছে। এই ধরনের ধিকৃত চরিত্রের অধিকারী একজন তথাকথিত ছাত্র কি করিয়া একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিপি হয় সেই প্রশ্নটি অতি সঙ্গত। তবে এখন সমধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইল, এই ধরনের ভয়াবহ সন্ত্রাস সংঘটিত করিবার পরও পুলিশ কেন তাহাকে গ্রেফতার করে নাই। নাকি ক্ষমতাসীন দলের আশীর্বাদপুষ্ট সংগঠনের মাস্তান হওয়ার কারণে তাহার বিরুদ্ধে কোনও আইনগত ব্যবস্থাই লওয়া হইবে না? ভিসি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তথা শীর্ষ কর্তৃপক্ষ কি বলিবেন তাহা আমরা জানি না। রাজেন্দ্র কলেজের ৮০০ শিক্ষার্থীর জীবনকে এইভাবে বিপন্ন করিয়া তুলিল যে বীরপুঙ্গব তাহার বিরুদ্ধে কি আদৌ কোনও ব্যবস্থা লওয়া হইবে? কলেজটির শিক্ষকগণ বলিয়াছেন, অবিলম্বে এই সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার না করিলে তাহারা একযোগে পদত্যাগ করিবেন। বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে বলা যায়, সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে অসহায় শিক্ষকদের উহার বেশি কিছু করিবারও থাকে না। এসএসসি পরীক্ষার গণটোকাটুকির প্রসঙ্গটি এখন দেশজুড়িয়া তোলপাড় তুলিয়াছে। এই অবস্থায় মাস্টার্স পরীক্ষায়ও একই ঘটনা ঘটিবে তাহা কেহ আশঙ্কাও করে নাই। অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, প্রশাসন, সরকার তথা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই নকলবাজদের হাতে জিম্মি হইয়া পড়িয়াছে। একদা ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রতিযোগিতায় রাজনৈতিক ক্যাডাররা নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বপন করিয়াছিল নকলের বিষবৃক্ষ। এই ক্যাডারদের কাহারা বিরোধী দলের আর কাহারা সরকারি দলের তাহা খুঁজিয়াও আর লাভ নাই। নকলের তাণ্ডবে তথা নকল সংস্কৃতির প্রাবল্যে সবই একাকার হইয়া গিয়াছে। এই বিষবৃক্ষটি কিভাবে শিক্ষাঙ্গন হইতে উৎপাটন করা যায় সেই পথই অনুসন্ধান করিতে হইবে। রাজেন্দ্র কলেজের যে ৮০০ ছাত্র মাস্টার্স পরীক্ষা দিতে পারে নাই তাহাদের ব্যাপারে আমরা উদ্বিগ্ন। বিশেষ বিবেচনায় তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করা যায় কিনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করিতে প্রয়োজনে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করা উচিত। পাশাপাশি পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।